Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 55
July–September, 2018

ইসলামী শরীয়ার আলোকে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি একটি পর্যালোচনা

Online Purchasing and Selling Contracts in the light of Islamic Law: An Assessment

Abdullah Jobair*

ABSTRACT

This age is termed as the age of information and technology. Technology has had both positive and negative effects on our lifestyle. Especially in the field of communication, Internet has brought a revolution. Internet erased the geographical borders between countries, converting the world into a global village. It has made our day to day operations, including all kinds of contracts, easier and comfortable. In this context, the phenomenon of online contracts has risen, enhancing the importance of the Internet as a medium as well. Nowadays, purchasing and selling contracts through the Internet are proliferating. Sharī'ah has stated necessary rules regarding general contracts in classical fiqhi books, so it is a crucial demand of time to formulate Sharī'ah rules and laws for online contracts. Against this backdrop, this article describes the terms related to the ordinary contracts and electronic contracts, importance of keeping contracts in the light of Islam, characteristics, mediums and history of electronic contracts, its jurisprudential view on I'jāb, Qabūl and Majlis al- 'Aqd, along with some suggestions to avoid what is unlawful in Sharī'ah in this regard. This article has been prepared following descriptive and deductive methods. The books of previous religious scholars along with the fatwā and writings of contemporary scholars have been considered in writing this paper. The article facilitates understanding of Sharī'ah rules on online contracts and necessary suggestions for avoiding forbidden deeds in contracts.

Keywords: Online, Internet, Purchasing and Selling, Contracts, Sharī'ah

* Abdullah Jobair is a Teacher of Islamic Studies in Birshreshtha Noor Mohammad Public College, Dhaka; email: jobairabdullahbayan@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বর্তমান যুগ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। আমাদের জীবনধারায় প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক- দুধরনের প্রভাবই রয়েছে। বিশেষ করে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অভাবনীয় বিপ্লব সাধন করেছে। ইন্টারনেট বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা মুছে ফেলে পুরো পৃথিবীকে একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করেছে। যা সবধরনের চুক্তিসহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলি সহজ ও স্বস্তিদায়ক করে তুলেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইন চুক্তির উদ্ভব ঘটেছে এবং এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সাধারণ চুক্তি সম্পর্কে শরীয়ার প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ফিকহের কিতাবাদিতে বর্ণিত হয়েছে। তাই বর্তমান সময়ের দাবি হলো, সেসব শরয়ী বিধি অনুযায়ী অনলাইন চুক্তির জন্য নতুন বিধান ও আইন উদ্ভাবন করা। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়ার আলোকে সাধারণ চুক্তি ও অনলাইন চুক্তির পরিচয়, ইসলামের দৃষ্টিতে চুক্তি পালনের গুরুত্ব, অনলাইন চুক্তির মাধ্যম, ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য, অনলাইন চুক্তির ইজাব, কবুল ও মজলিসুল আকদসহ এ ধরনের চুক্তির শরয়ী হুকম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একইসাথে চুক্তির ক্ষেত্রে শরীয়াতের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো এড়ানোর জন্য কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (*Descriptive Method*) ও অবরোহ পদ্ধতি (*DeductiveMethod*) অনুসরণ করা হয়েছে। পূর্বসূরী আলিমগণের লেখার সাথে সাথে আধুনিক যুগের আলিমগণের রচনা ও ফতোয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে আধুনিক যুগে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে শরীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি জানা যাবে।

মূলশব্দ: অনলাইন, ইন্টারনেট, ক্রয়-বিক্রয়, চুক্তি, শরীয়া।

ভূমিকা

ইন্টারনেট এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগুলোর অন্যতম। ইন্টারনেটের ফলে স্থানগত দূরত্বের ধারণা পাল্টে গেছে, কাজের ধারাতেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে এর মাধ্যমে অনলাইনে খুব দ্রুততার সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। পূর্বযুগের ফকীহগণ তাদের সমকালীন পারিপার্শ্বিকতার আলোকে চুক্তির বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তির যুগে অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে

আমরা নতুন নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছি; অনলাইন সুবিধা না থাকায় পূর্বযুগের মানুষেরা এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েননি। এছাড়া এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে এমন সব প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যে, ইসলামের নির্দেশনা জানা না থাকলে অজ্ঞাতসারে আল্লাহর অবাধ্যতায় জড়িয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এ বিষয়ে শরয়ী বিধান উদ্ভাবন হওয়া প্রয়োজন।

চুক্তি বা আকদের পরিচয়

আরবী ভাষায় সাধারণভাবে সব ধরনের চুক্তিকে আকদ (عقد) বলা হয়। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- বাঁধা, গিঁট দেয়া (Baliawī 2003, 580), অঙ্গীকার[১] (Al- Rāzī 1994, 400), নিজ সম্মতিতে কোন কিছু সম্পন্ন করা[২], এখান থেকেই ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসকে বলা হয় আকিদা (عقيدة)। (Al-Ispahānī N.D. 442), দৃঢ় ইচ্ছা, সংকল্প[৩] (Al-Faiyyumī 1987, 160) ইত্যাদি।

ফকীহগণ আকদের সাধারণ ও বিশেষায়িত উভয় ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুলায়মান আব্দুর রাযযাক আবু মুসতফা বলেন,

> يتناولُ تعربف العلماءِ للعقدِ بمعناهُ العام كلّ تَصْرف قولي يفيد التزاماً سواء نشأ عن ارتباط إرادتين كالبيع والشراء والنكاح أم نشأ بإرادة منفردة كالنذر والطلاق والهبة والوصية فانه يصدق عليهِ مسمّى العقدِ.
>
> আলিমগণের দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে সাধারণ অর্থে আকদ এমন সকল বাচনিক কর্ম বুঝায়, যা কোন কিছু আবশ্যক করে। এটা হতে পারে দুপক্ষের ইচ্ছার ভিত্তিতে, যেমন কেনা-বেচা ও বিয়ে; অথবা একজনের ইচ্ছার ভিত্তিতে যেমন মানত, তালাক, দান, অসিয়্যত। উল্লিখিত সবগুলোর ব্যাপারে আকদ শব্দ প্রয়োগ করা যায়। (Abū Mustafā 2005, 4)

বিশেষ অর্থে আকদ বলতে বুঝায় দুপক্ষের দুটি কথা অথবা দুজনের ইচ্ছার ভিত্তিতে সম্পন্ন বন্ধনকে। দুপক্ষের অস্তিত্ব থাকলেই এটা আবশ্যক হয়। এক্ষেত্রে এক পক্ষ থেকে

---

১. এ অর্থে পবিত্র কুরআন কারীমে এসেছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো।’ (Al-Qurān: 5: 1)

২. এই অর্থে কুরআন কারীমে এসেছে, لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ ‘তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা জেনে-বোঝে করো, সেসবের জন্য তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন।’ (Al- Qurān: 5: 89)

৩. এই অর্থে আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ ‘আমি অবশ্যই আমার উষ্ট্রীকে চলতে আদেশ দেব এবং মদীনায় না পৌঁছা পর্যন্ত এই সংকল্প ত্যাগ করবো না।’ (Muslim 2006, 1374)

স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তাব ও অন্য পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন বা গ্রহণের সম্মতি পেতে হবে। (Yahyā 2011, 302) প্রথমটিকে ইজাব এবং দ্বিতীয়টিকে কবুল বলা হয়।

বিভিন্ন মাযহাব ও আলিমদের পক্ষ থেকে আকদ-এর আলাদা আলাদা সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন: হানাফীগণের মতে,

> ارتباط إيجاب بقبول علي وجه مشروع يثبت أثره في محله.
>
> আকদ হল শরীয়াতসম্মত পদ্ধতিতে কবুলের সাথে ইজাবকে সম্পৃক্ত করা, যাতে চুক্তিকৃত বস্তুর উপর এর প্রভাব অর্থাৎ শরয়ী হুকম প্রতিষ্ঠিত হয়। (Ibn Nujaim N.D., 3/87)

মালিকীদের মতে, ارتباط إيجاب بقبول.

> ইজাবকে কবুলের সাথে সম্পৃক্ত করা। (Al- Kashnāwī ND, 2/54)

শাফি‘য়ীগণের মতে, ارتباط إيجاب بقبول بوجه معتبر شرعا

> শরীয়াতসম্মত পন্থায় ইজাবকে কবুলের সাথে সংযুক্ত করা। (Al-Shīrāzī 1995, 2/3)

হাম্বলীগণের অভিমতও অনুরূপ।

আব্দুন নাসির তাওফীক আল আত্তার বলেন,

> أنه ارتباط القبول بالإيجاب علي وجه يثبت أثرا شرعيا في المحل المعقود عليه.
>
> এটা হল কবুলের সাথে ইজাবকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা, যাতে চুক্তিকৃত বস্তুর উপর শরীয়তের হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়। (Al-ʿAttār 1976, 40)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ফকীহগণ ভিন্নভিন্ন শব্দে আকদের সংজ্ঞা দিলেও তাদের কথার আসল মর্ম এক। তা হল ইজাব বা একজনের প্রস্তাব এবং কবুল বা অপরের সম্মতির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে। এছাড়া চুক্তি সম্পন্ন হবার স্থান বা মজলিসুল আকদ-এর প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে চুক্তি

ইসলামে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ও সেই চুক্তি যথাযথভাবেরক্ষা করা উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। (Al- Qurān: 5: 1)

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

> মুসলিমগণ তাঁদের শর্তাধীন। (Abū Dāūd 2009, 3594)

তাই চুক্তিভঙ্গ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ স. অন্যত্র চুক্তিভঙ্গকে মুনাফিকের অভ্যাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

> آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং যখন আমানত রাখা হয় খেয়ানত করে। (Al-Bukhārī 2002, 33)

ওয়াদা, চুক্তি ও ব্যবসায়িক লেনদেনের শর্তাদি সময়ের আবর্তনে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۞

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদানপ্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে আর লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র বেশকম না করে। (Al- Qurān: 2: 282)

তিনি আরও বলেছেন, وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ۞

তোমরা ক্রয়বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ, কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। (Al- Qurān: 2: 282)

এছাড়া রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, তাঁরা চুক্তিরক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।

অনলাইন চুক্তির ধারণা

উপরে সাধারণ চুক্তির যে ধারণা দেয়া হয়েছে, তার সাথে অনলাইন চুক্তির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। সাধারণভাবে অনলাইন চুক্তি বলতে বুঝায় অনলাইন বা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে সংঘটিত চুক্তি। অর্থাৎ এ চুক্তিতে সাধারণ চুক্তির শর্তাবলি থাকবে। সমসাময়িক ফকীহগণ অনলাইন চুক্তির বিভিন্ন পরিচয় পেশ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি অভিমত তুলে ধরা হলো:

ড. মাজিদ মুহাম্মদ সুলায়মান বলেন,

الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الإلكترونية كليا او جزئيا.

এমন ঐকমত্য, যা সামগ্রিক বা আংশিকভাবে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে সংঘটিত হয়। (Abū al-Khalīl 2009, 16)

মুহাম্মদ আমীন রুমী বলেন,

ذلك الذي يتم إبرامه عبر شبكة الإنترنت.

এমন চুক্তি যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। (Al-Rūmī 2004, 48)

ড. আব্দুল ফাত্তাহ বায়্যুমী হিজাযী বলেন,

كل عقد يتم عن بعد باستعمال وسيلة إلكترونية وذلك حتى إتمام العقد.

এটা হল এমনসব চুক্তি, যা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে দূর থেকে সম্পন্ন হয়। (Hijāzī 2002, 47)

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ড. আব্দুল ফাত্তাহ চুক্তিটি ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। তাঁর কাছে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে আংশিকভাবে সম্পন্ন চুক্তি অনলাইন চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে না।

অনলাইন চুক্তির বৈশিষ্ট্য

অনলাইন চুক্তির আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সাধারণ চুক্তির নেই। যেমন,

১. এই চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মাঝে স্থানগত দূরত্ব থাকে। অর্থাৎ অন্যান্য চুক্তির মত উভয় পক্ষ এক মজলিসে উপস্থিত থাকে না, ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূর থেকেই ইজাব-কবুল সম্পন্ন হয়। তবে এ চুক্তি হুকুমের দিক থেকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি হিসেবে গণ্য। কারণ এক্ষেত্রে বিক্রেতা অথবা উৎপাদক এবং ক্রেতার মাঝে স্থানগত দূরত্ব থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সময়গত সমতা থাকে, যদিও উভয় পক্ষ স্থানগতভাবে এক মজলিসে একত্রিত হন না।

২. এই চুক্তিকে উভয় পক্ষের শারীরিক উপস্থিতি যতটুকু অপ্রয়োজনীয়, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের উপস্থিতিও ঠিক ততটুকুই অপরিহার্য। এ ধরনের চুক্তিতে কাগজের কোন ব্যবহার নেই, বরং ইন্টারনেট দ্বারা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমগুলো ব্যবহৃত হয়। (Sharfuddīn 2001, 5)

৩. অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ চুক্তির মত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার স্থান পাওয়া যায় না। পুরো প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন ডিভাইসের মাধ্যমে ইন্টারনেটে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অথচ সাধারণ চুক্তির ক্ষেত্রে মজলিসুল আকদ বা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার স্থান থাকা জরুরী। তাই অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে দুটি মত পাওয়া যায়:
প্রথম মত: এ ধরনের চুক্তিতেও মজলিসুল আকদ আছে, তবে এর ধরন পরিবর্তিত হয়েছে।
দ্বিতীয় মত: ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত বর্তমান যুগের চুক্তিতে মাজলিসুল আকদ নেই। কারণ সাধারণ চুক্তিতে কিছু বিষয় অপরিহার্য হলেও অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। মাজলিসুল আকদ তেমনই একটি বিষয়। (Abū al-Khalīl 2009, 35)
অবশ্য ইলেক্ট্রনিক চুক্তির ক্ষেত্রের এক ধরনের ভার্চুয়াল মজলিস পাওয়া যায়।

৪. অনলাইন চুক্তি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়। এ ধরনের চুক্তির বিশ্বব্যাপী প্রসারের এটাই মূল কারণ। (Abū al-Khalīl 2009, 37)

৫. অনলাইন চুক্তিগুলোর সিংহভাগই ব্যবসায়িক চুক্তি, যা ই-কমার্স নামে পরিচিত। এ ধরনের চুক্তিতে বিশ্বস্ততা প্রাধান্য পায়। কারণ উভয় পক্ষকে কেবল ইজাব কবুলের সমন্বয়ের উপর আশ্বস্ত থাকতে হয় এবং এভাবেই চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এ ধরনের চুক্তিতে ক্রেতার স্বচক্ষে পণ্য দ্রব্য দেখা বা নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণও সম্ভব নয়, কারণ চুক্তিটি দূর থেকে সম্পাদিত হচ্ছে। (Ahmad 2008, 34)

৬. এ ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তির ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমেই মূল্য বিনিময় হয়। যেমন ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, চার্জ কার্ড ইত্যাদির ব্যবহার।

অনলাইন চুক্তির মাধ্যমসমূহ

ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমসমূহ অনলাইন চুক্তি সম্পাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আহমদ খালিদ আল আজলুনী বলেছেন, 'এ ধরনের চুক্তি হয় ফ্যাক্স অথবা ই-মেইল নয়তো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।' (Al-'Azlūnī 2002, 86)

প্রযুক্তির দুনিয়ায় প্রতিদিনই নতুন নতুন আবিষ্কার যোগ হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। এজন্য অনলাইন চুক্তি সম্পাদনের জন্য নানান ধরনের আধুনিক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। বর্তমান যুগ পর্যন্ত যেসব যন্ত্র দিয়ে সিংহভাগ অনলাইন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোর তালিকা নিম্নরূপ:

১. মিনিটেল (Minitel)
২. টেলেক্স (Telex)
৩. ফ্যাক্স (Fax)
৪. পেজার (Pager)
৫. টেলিভিশন (Television)
৬. ভিডিও ফোন (Videophone)
৭. ইন্টারনেট (Internet) (Abū al-Khalīl 2009, 26-31)

অনলাইন চুক্তির ইতিহাস

পৃথিবীর বুকে মানব বসতি শুরু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়ে আসছে। তবে অনলাইন চুক্তির ইতিহাস খুব বেশি পুরোনো নয়। গত শতাব্দী থেকে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে অনলাইন চুক্তি সম্পাদন করা শুরু হয়েছিল। কারণ সেসময় প্রযুক্তির ক্রমাগত অগ্রযাত্রার সাথে সাথে শ্রবণযোগ্য ও দর্শনযোগ্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র সহজলভ্য হয়ে ওঠেছিল। সর্বপ্রথম বিভিন্ন কোম্পানি X.400ও e-mail এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক চিঠিপত্র আদানপ্রদান এবং ওয়েব ও ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করে। (Abū al-Khalīl 2009, 23)

১৯৯৮ সালে আইবিএম কোম্পানি তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসার পুরোধা হিসেবে প্রচার করতে চেয়েছিল। তারা এর নাম দিয়েছিল ই-বিজনেস। (Pettit 2008, 32-33)

২০০০ সালে আইবিএম ই-বিজনেসের অবকাঠামোর উপর ৩০০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রচারণা চালিয়েছিল। (Meyer N.D., 30) এরপর থেকেই ই-কমার্স, ই-বিজনেস পরিভাষা দুটি দৈনন্দিন জীবনের একটি পরিভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে যেসব অনলাইন চুক্তি সম্পাদিত হয়, তার একটি বিরাট অংশই ব্যবসায়িক ও ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি। আমাজন, ই-বে, আলিবাবা, ওয়ালমার্ট ইত্যাটি সাইটের মাধ্যমে প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ চুক্তি সফলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। অবশ্য এ ধরনের চুক্তির পাশাপাশি সমান তালে অন্যান্য চুক্তিও সম্পন্ন হচ্ছে।

সাধারণ চুক্তি ও অনলাইন চুক্তি: তুলনামূলক পর্যালোচনা

সাধারণ চুক্তি এবং অনলাইন চুক্তির উদ্দেশ্য একই। এরপরও উভয়ের মাঝে চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়াগত বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. সাধারণ চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে, যাতে উভয় পক্ষ একত্রিত হয়ে ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে এমন স্থান থাকা অসম্ভব। কারণ অনলাইন চুক্তিতে উভয় পক্ষই দূরে অবস্থান করেন। এক্ষেত্রে ইজাব-কবুল ইন্টারনেটে সম্পন্ন হয় এবং এর ভেতর একটি কাল্পনিক মজলিসের অস্তিত্ব ধরে নেয়া হয়। (Salhab 2008, 26)

২. সাধারণ চুক্তি একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের মাঝে হয়ে থাকে। কিন্তু অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমারেখা ধর্তব্য নয়। উভয় পক্ষ পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকলেও তাদের মাঝে চুক্তি সম্পন্ন হয়। তবে এক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমগুলোর ব্যবহার থাকে, সাধারণ চুক্তিতে যা নেই। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমগুলোর প্রয়োগ অনলাইন চুক্তিকে অন্যান্য চুক্তি থেকে আলাদা করেছে।

৩. ব্যবসায়িক চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তির প্রমাণপত্রের ব্যাপারে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ কাগজে স্বাক্ষর করেন অথবা টিপসই দেন। অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে কাগজের কোন ব্যবহার নেই।

৪. এছাড়া মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রেও উভয় ধরনের চুক্তির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ চুক্তিতে হাতে হাতে বস্তুগত দ্রব্যের মাধ্যমে বিনিময় হয়। কিন্তু অনলাইন চুক্তিতে অসংখ্য পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করা যায়। যেমন ডিজিটাল মানি বা ই-মানি, স্মার্ট কার্ড, ডিজিটাল চেক ইত্যাদি। (Salhab 2008, 28)

ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে অনলাইন চুক্তি

কোন বিষয় নিষিদ্ধ হবার সরাসরি কোন নির্দেশনা পাওয়া না গেলে ফিকহের দৃষ্টিতে সেটা হালাল বলে বিবেচিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া রহ.বলেন,

اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها : أن تكون حلالا مطلقا للآدميين.

জেনে রাখুন! শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে যাবতীয় বিদ্যমান বস্তুর ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, সেটি মানুষের জন্য নিঃশর্তভাবে হালাল। (Ibn Taimiyyah 2004, 21/535)

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুগের ফকীহগণ প্রত্যেকেই অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন।

আল জামেয়াতুল আযহার আশ শরীফের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে নিম্নোক্ত ফতোয়া দেয়া হয়েছে,

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه قال السيوطي في الأشباه والنظائر الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه. فإذا كانت هذه المعاملات التي تتم عن طريق الإنترنت تُستخدم بطريقة شرعية، ولا تشتمل على غرر أو جهالة أو غشٍّ فهي جائزة شرعًا، ولا حرج في ذلك؛ لحاجة الناس إليها في هذا العصر.

শরীয়াতে হারাম করা হয়নি, এমন বিষয় ছাড়া লেনদেনের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো বৈধতা। সুয়ূতী আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর গ্রন্থে বলেন, 'শরয়ী দলিলে যতক্ষণ না কোনকিছু হারাম করা হচ্ছে, ততক্ষণ সবকিছুর মূলনীতি হলো বৈধতা।' তাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত এই লেনদেন যদি শরয়ী পদ্ধতিতে করা হয় এবং তাতে কোনোরূপ অনিশ্চয়তা, অজ্ঞতা বা প্রতারণা না থাকে, তবে সেটা শরয়ীভাবে বৈধ; এতে কোন দোষ নেই। এর কারণ হল, বর্তমান যুগে মানুষের এ ধরনের লেনদেনের প্রয়োজন রয়েছে। (youtube 2018)

জর্ডানের সরকারি ফতোয়াদানের ওয়েবসাইটে অনলাইনে ক্রয়বিক্রয় বৈধ বলে মত দেয়া হয়েছে:

الأصل الشرعي إباحة البيوع سواء تمت على أرض الواقع أو عن طريق الانترنت بشرط خلوها عن المحذورات[৪] الشرعية قال الله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.

শরীয়াতের মূলনীতি হলো ক্রয়-বিক্রয় বৈধ- চাই সেটা বাস্তব জগতে অনুষ্ঠিত হোক অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে হোক। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, এই ক্রয়-

[৪]. ওয়েবসাইটে শব্দটি এভাবে রয়েছে, এটা মুদ্রণজাতীয় ভুল হতে পারে। শব্দটি محظورات হওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

বিক্রয় শরীয়াতে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন। (Al-Iftā 2018)

সাউদী আরবের আল লাজনাতুদ দাইমা লিল ইফতার সদস্য শায়েখ সালিহ আল ফাওযানকে একটি লাইভ অনুষ্ঠানে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

الأصلُ أن البيعَ يكون في مجلسٍ بين البائع والمشتري ولكن إذا كُنت تعرف البائعَ وتسمع صوتَه وحصل الإيجاب والقبول عن متعقد وانه من تعرفه فقد يعقد البيعَ وهذا مجلسٌ حكميٌّ.

মূলনীতি হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে একটি মজলিসে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে। তাই আপনি যখন ক্রেতাকে চিনবেন, তার কথা শুনবেন এবং ইজাব ও আপনার পরিচিত জন থেকে কবুল পাওয়া যাবে, তখন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হবে। আর এ মজলিসটি হুকুমগত দিক থেকে একটি 'মাজলিস' হিসেবে গণ্য হবে। (youtube 2018)

সমসাময়িক মুফতিগণের ফতোয়ায় অনলাইনে ক্রয়বিক্রয় বৈধ বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই শর্তারোপ করেছেন, শরীয়াতে হারাম- এরূপ কোন কিছু এর সাথে থাকতে পারবে না। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় মোট চারটি শর্ত দিয়েছে। তা হল, ক্রয়-বিক্রয় শরীয়াতসম্মত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হওয়া, তাতে গারার (অনিশ্চয়তা), জাহালত (অজ্ঞতা) এবং প্রতারণা না থাকা। গারার বলতে বুঝায়, মালিকানা অর্জিত হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে এমন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় করা কিংবা পানিতে সাঁতাররত মাছ বিক্রয় করা। ইবন তাইমিয়া বলেন,

الغررهو مستور العاقبة فإن بيعه من الميسر.

গারার হলো এমন কারবার, যার পরিণাম অনিশ্চিত। এমন ক্রয়-বিক্রয় এক ধরনের জুয়া। (Ibn Taimiyyah 2004, Voll 29, 22)

অন্যদিকে জাহালত বলতে বুঝায় যে বস্তুর বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ইত্যাদি জানা যায় না, এমন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন তালাবদ্ধ কোন সিন্দুক বিক্রয় করা, যাতে ভেতরে কী আছে, ক্রেতা তা জানতে পারে না। (Mausua 1989, voll 16, 167)

এছাড়া সালিহ আল ফাওযানের বক্তব্যে পরিষ্কার হয়, ক্রেতা-বিক্রেতা স্থানগতভাবে দূরে থাকায় মজলিসুল আকদ বাস্তবিক অর্থে না থাকলেও বিধানগতভাবে একটি মজলিসের অস্তিত্ব থাকে। তাই আমরা নিম্নোক্ত শর্তাবলির আলোকে অনলাইন ক্রয়-বিক্রয়কে শরয়ীভাবে বৈধ বলতে পারি:

১. দ্রব্যটি শরয়ীভাবে হালাল এবং উপকার নেয়া যায়, এমন হওয়া;
২. দ্রব্যটির গুণাগুণ যথাযথভাবে বর্ণিত থাকা এবং জাহালত-এর সম্ভাবনা না থাকা;

৩. দ্রব্যটির মালিকানা অর্জিত হবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকা এবং গারার-এর সম্ভাবনা না থাকা;
৪. মূল্য প্রদান অথবা পণ্য বিনিময় পুরোপুরি সুদমুক্ত থাকা;
৫. ইজাব, কবুল ও মজলিসুল আকদ বিষয়ক শর্তাবলি যথাযথভাবে পূরণ হওয়া।

প্রকৃতপক্ষে যে কোন ধরনের চুক্তি সম্পাদনে ইজাব (প্রস্তাব), কবুল (সম্মতি দান) এবং মাজলিসুল আকদ (চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার স্থান) থাকা প্রয়োজন। (Al-Zuhailī 1985, 4/91) হানাফীগণ কেবল ইজাব-কবুল থাকাটাই যথেষ্ট মনে করেন। (Al- Kāsānī 1987, 4/318) অনলাইন চুক্তিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রথমে এক পক্ষ প্রস্তাব করবেন, দ্বিতীয় পক্ষ তা গ্রহণ করবেন এবং উভয়টি একটি মজলিসে অথবা অনুপস্থিত দুপক্ষের মাঝে সংঘটিত হবে। ইজাব, কবুল ও মজলিসুল আকদ সম্পর্কে ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো।

ইজাব ও এর শর্তসমূহ

সব ধরনের চুক্তিতে ইজাব সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য। দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে প্রস্তাব দেয়া হয়, সেটাই ইজাব।

ওয়াহবা আয যুহায়লী বলেছেন, فقول العاقد الأول في البيع هو الإيجاب

ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথম কথাটিই ইজাব হিসেবে গণ্য। (Al- Zuhailī 1985, 4/ 93)

অতএব সংজ্ঞা অনুসারে বিক্রেতা যদি প্রথমে বলে, 'আমি বিক্রয় করলাম' তাহলে সেটা যেমন ইজাব হবে, তেমনি ক্রেতা যদি প্রথমে বলে, 'আমি এটার বিনিময়ে এটা কিনলাম' সেটাও অনুরূপ ইজাব হবে।

যুহায়লীর সংজ্ঞাটি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হলেও যে কোন ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য।

একইভাবে মজীদ মুহাম্মদ সুলাইমান বলেছেন,

فهو الإرادة الأولي التي تظهر في العقد.

চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্ত প্রথম ইচ্ছাই ইজাব। (Abū al-Khalīl 2009, 39)

অনলাইন চুক্তির ইজাব এর ব্যতিক্রম নয়। এ প্রসঙ্গে ড. সামির হামিদ আব্দুল আযীয আল জামাল বলেছেন,

تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد حيث يتم من خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية ويتضمن كل العناصر اللازمة لابرام العقد بحيث يستطيع من يوجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة.

আগ্রহী ব্যক্তির দূর থেকে এমন চুক্তির ইচ্ছা ব্যক্ত করা, যা শ্রবণযোগ্য অথবা দর্শনযোগ্য যন্ত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং তাতে চুক্তি সম্পাদিত

হওয়ার আবশ্যকীয় সব উপাদান বিদ্যমান থাকে, যাতে এদিকে আগ্রহী ব্যক্তি চুক্তিটি সরাসরি গ্রহণ করে নিতে পারে। (Al- Jamāl 2006, 105)

সাধারণ চুক্তির ক্ষেত্রে ইজাব তথা প্রস্তাবটি মুখে বলা অথবা লিখিতভাবে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে অনলাইন চুক্তির ইজাব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল, ইন্টারনেটের কোন প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একজন অথবা একাধিক ব্যক্তিকে একই সাথে ইজাব পাঠানো যায়।

সাধারণ চুক্তির ইজাবের ক্ষেত্রে বেশ কিছু মৌলিক শর্ত রয়েছে। সেগুলো হল:

১. ইজাব অনুজ্ঞাসূচক বাক্য না হওয়া;
২. ইজাব কবুলের মাঝে সমতা থাকতে হবে;
৩. চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার মজলিসেই ইজাবের সাথে কবুল একত্রে পাওয়া যেতে হবে। (Al-'Attar 1976, 92)

অনলাইন চুক্তির ইজাবের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপ:

১. চুক্তির প্রস্তাব তথা ইজাবে বস্তুর উল্লেখ থাকতে হবে, যা ছাড়া চুক্তি অসম্ভব। (Haidar 2003, 1/103) যেমন চুক্তিতেই বিক্রয়যোগ্য পণ্য ও সেটার মূল্য নির্দিষ্ট করা। ইজাব স্পষ্টভাষায় ও এমনভাবে সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত, যাতে কোন ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকে।
২. ইজাব নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে হবে। এটা লিখিত অথবা মৌখিক উভয়ভাবেই হতে পারে, তবে নীরব থাকলে ইজাব হবে না। কারণ ইজাব বলতেই 'প্রথম বাক্য' বুঝানো হয়। (Al-'Azlūnī 2002, 66)

কবুল ও এর শর্তসমূহ

চুক্তি করার সময় প্রথমজনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়জনের ইতিবাচক সাড়া দেওয়া বা প্রস্তাব গ্রহণকে কবুল বলা হয়। চুক্তির ক্ষেত্রে কেবল ইজাব থাকলেই হবে না, কবুলও থাকতে হবে। ড. ওয়াহবা আয যুহায়লীর মতে কবুল হল-

ما ذكر ثانيا من كلام أحد المتعاقدين دالا على موافقته ورضاه بما أوجبه الأول.

চুক্তি সম্পন্নকারী দুজনের মধ্যকার দ্বিতীয় জনের বাক্য, যাতে প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সহমত ও সন্তুষ্টি বুঝায়। (Al- Zuhailī 1985, 4/93)

আব্দুর রাযযাক আস সিনহুরী বলেন,

أن القبول هو تعبير عن رضا من وجه إليه الإيجاب لإبرام العقد بالشروط التي حددها الموجب فلا يكفي الإيجاب وحده وإنما لابد من وجود القبول لإنشاء العقد ويجب أن يتطابق القبول تماما مع الإيجاب لكي ينعقد العقد فإذا اختلف القبول عن الإيجاب اعتبر إيجابا جديدا.

> কবুল হল চুক্তি সম্পাদনের জন্য যে তাকে প্রস্তাব দিয়েছে, তার নির্ধারিত শর্তাবলির ভিত্তিতে সম্মতি প্রকাশ করা। শুধুমাত্র প্রস্তাবের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পন্ন হবে না, বরং প্রস্তাবের পাশাপাশি সম্মতিও থাকতে হবে। তাছাড়া কবুলকে ইজাবের সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। ইজাবের সাথে কবুলের পার্থক্য হলে এটাই নতুন একটি ইজাব হিসেবে ধর্তব্য হবে, কবুল নয়। (Al-Sinhūrī 1981, 1/280)

ইজাব ও কবুল সম্পর্কে হানাফীগণ এ মত পোষণ করেন। অন্যদের মতে যার কাছ থেকে বস্তু বা সেবা নিয়ে নেওয়া হবে তিনি আগে বলুন আর পরে বলুন, তার কথাই ইজাব। অনুরূপ যিনি বস্তু/ সেবা ক্রয় বা গ্রহণ করে মালিক হবেন, তিনি আগে বলুন আর পরে বলুন, তার কথা কবুল হিসেবে গণ্য। (Al- Zuhailī 1985, 4/93)

সাধারণ ও ইলেক্ট্রনিক চুক্তির কবুলে বড় ধরনের পার্থক্য নেই। এক্ষেত্রে মূল পার্থক্য হলো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের ব্যবহার এবং দূর থেকে সম্পন্ন হওয়া। মোটকথা, অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে কবুল হল, ইন্টারনেট ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কারও প্রস্তাবে তার শর্তাদি অক্ষুণ্ন রেখে সম্মতি জানানো।

সাধারণ চুক্তিতে কবুলের যেসব শর্ত রয়েছে, অনলাইন চুক্তির কবুলের জন্য সেগুলোর সাথে আরও কিছু শর্ত যোগ করা হয়েছে। যেমন:

১. ইজাব-কবুল উভয়টিই চুক্তিসম্পাদিত হওয়ার মজলিসে ঐ মজলিস বর্তমান থাকা অবস্থায় হতে হবে। মজলিস শেষে কবুল বলা হলে সেটা নতুন একটি ইজাব হিসেবে গণ্য হবে এবং কবুলের প্রয়োজন হবে। বাস্তবিক তথা হাকীকী মজলিসে চুক্তিকারীরা একত্রিত হন, উভয় পক্ষ সেখানে উপস্থিত থাকেন। আবার টেলিফোন, টেলেক্স এবং ইন্টারনেটের সাহায্যে ই-মেইল অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও চ্যাটরুমে সকল পক্ষ থাকতে পারে। এভাবে চুক্তি সম্পাদনের মজলিস হুকুমগত বিচারেও হতে পারে। (Al-Zakī 1978, 82)

২. কবুলকে পরিপূর্ণভাবে ইজাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। সামঞ্জস্যশীল বলতে বুঝানো হচ্ছে, ইজাবে যেরকম বলা হয়েছে, কবুলে যেন তার চেয়ে কম-বেশি না হয়। (Nusayr 2003, 99)

৩. এই কবুল স্বাধীনভাবে হতে হবে। অর্থাৎ প্রস্তাবকৃত ব্যক্তির গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। অনুরূপভাবে প্রস্তাবকারীও কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রস্তাব ফিরিয়ে নিতে পারবে। প্রস্তাবকৃত ব্যক্তিকে কবুল করতে জোরজবরদস্তি করা যাবে না, কারণ এতে পুরো চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। (Abd al Bāqī 1984, 143)

চুক্তি সম্পাদনের মজলিস

যেকোন চুক্তি সম্পাদন করার সাধারণ নিয়ম হলো, চুক্তিকারী উভয় পক্ষ কোথাও একত্রিত হয়ে একজন প্রস্তাব প্রদান করেন ও অপরজন তা গ্রহণ করেন। ফিকহী পরিভাষায় উভয় পক্ষ যেখানে একত্রিত হয়ে চুক্তি করেন, সেটিই মাজলিসুল আকদ বা চুক্তির মজলিস। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার অর্থ মজলিস ভেঙ্গে যাওয়া। আলী কারাআহ বলেছেন,

> المكان الذي يتم فيه التعاقد والذي يرتبط فيه الإيجاب والقبول.
> এমন স্থান, যেখানে প্রস্তাব ও সম্মতি সম্বলিত চুক্তি সম্পন্ন হয়। (Qarāh 1950, 112)

ড. ওয়াহবা আয যুহায়লীর মতে,

> هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد.
> এটা এমন অবস্থা, যাতে চুক্তি সম্পন্নকারী পক্ষদ্বয় চুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। (Al- Zuhailī 1985, 4/106)

অন্যদিকে অনলাইন চুক্তির মজলিস সম্পর্কে নাবিল মুহাম্মদ আহমদ সাবিহ বলেন,

> ومجلس العقد الإلكتروني يتم عن طريق شبكة الإنترنت تعاقدا بين غائبين لأن هذا التعاقد قد يكون بالكتابة بين المتعاقدين.
> ইলেক্ট্রনিক চুক্তির মজলিস ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুই অনুপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে সম্পন্ন হয়। স্বভাবত যা চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে লিখিত আকারে হয়ে থাকে (Sabīh 2008, 192)।

অনুরূপ ইমেইল, কণ্ঠস্বর, ওয়েব ক্যাম ও মাইক্রোফোনসহ লাইভ ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমেও হতে পারে।

বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে বলা যায়, অনলাইন চুক্তির মজলিস হল এমন স্থান, যাতে উভয় পক্ষ সময়ের দিক থেকে একত্রিত হয়, জায়গার দিক থেকে নয়। এজন্য মজলিসুল আকদের আধুনিক সংজ্ঞায় এটাকে চুক্তি সম্পাদনের স্থান ও কাল অভিহিত করা হয়েছে। নুরুল হুদা বলেন, مكان وزمان التعاقد
> মজলিসুল আকদ হল চুক্তি সম্পাদনের স্থান ও কাল (Al- Hudā 2012, 156)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মজলিসুল আকদকে প্রকৃত ও রূপক মোট দুভাগে ভাগ করতে পারি। প্রকৃত মজলিস বলতে বুঝাবে, চুক্তি সম্পাদনের এমন মজলিস, যাতে উভয় পক্ষ একটি স্থানে একত্রিত হয় এবং পরস্পরের মুখোমুখি দেখা হয়। তারা একজন অপরজনের কথা শুনতে পান। এই মজলিস একপক্ষের ইজাব ও অপরপক্ষের কবুল অথবা প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। অন্যদিকে রূপক মজলিস বলতে এমন মজলিস বুঝাবে, যাতে কোন এক পক্ষ অনুপস্থিত থাকবে অথবা দূরে থাকবে। অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে এটাই হয়ে থাকে।

যেকোন ধরনের চুক্তির মজলিসে দুটি ভিত্তি থাকে। প্রথমটি স্থানগত এবং দ্বিতীয়টি কালগত। এখানে কাল দ্বারা ইজাব ও কবুলের মধ্যবর্তী সময়টুকু উদ্দেশ্য। আধুনিক

যুগের অনলাইন চুক্তির সাথে সমন্বয় করতে গেলে দেখা যায়, এ ধরনের চুক্তিতেও আমরা একটি কাল্পনিক স্থান পাই। সেটা হল ভার্চুয়াল জগত। অন্যদিকে সময়ের ক্ষেত্রে এটা বেশিকম হতে পারে। বিশেষত অনলাইন চুক্তিটি যখন ইমেইল, ওয়েব অথবা চ্যাটরুম ও অন্যান্য মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। (Abū al-Khalīl 2009, 62)

গবেষণার ফলাফল

উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত হয়, সাধারণ চুক্তি ও অনলাইন চুক্তির সাথে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই; উভয়ের মাঝে পার্থক্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যম নিয়ে। তবে সাধারণ চুক্তির সাথে অনলাইন চুক্তির ছোটখাটো কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন বাস্তবিক অর্থে অনলাইন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য সরাসরি হস্তান্তর করা যায় না, কোন মজলিসুল আকদ থাকে না এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই দূরে অবস্থান করে। উক্ত প্রবন্ধে আরও প্রমাণিত হয়, ইসলামী শরীয়া ক্রয়-বিক্রয়ের যে নীতিমালা দিয়েছে তা কালোত্তীর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ। পূর্বযুগের ফকীহগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব নীতিমালা বলে গিয়েছিলেন, তার আলোকে আধুনিক যুগের আলিমগণের সবাই অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিকে বৈধ বলেছেন। এ ধরনের চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য তাঁরা যেসব শর্ত দিয়েছেন, সেগুলো সাধারণ চুক্তির ক্ষেত্রেও ইতঃপূর্বে প্রযোজ্য। যেমন প্রতারণাও অনিশ্চয়তামূলক না হওয়া, সুদের মিশ্রণ না ঘটা ইত্যাদি। মোটকথা, সাধারণ চুক্তিতে ইসলাম যা হারাম করেছে, অনলাইন চুক্তিতেও তা হারাম। এক্ষেত্রে শরীয়ার মূলনীতি হলো জনকল্যাণ। তাই জনকল্যাণের স্বার্থে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করা শরয়ীভাবে বৈধ।

প্রস্তাবনা

সাধারণ চুক্তির সাথে অনলাইন চুক্তির মৌলিক কোন পার্থক্য না থাকলেও অনলাইন চুক্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা বেড়েছে। পণ্য যাচাই, পণ্য হস্তান্তর, মূল্য প্রদান- প্রতিটি ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব বিষয় সামনে রেখে শরীয়াতের নির্দেশনা পালনের লক্ষ্যে কয়েকটি কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করছি:

১. অনলাইন ক্রেতা পণ্য যাচাই বাছাই করে কেনার সুযোগ পান না। অনেকসময় ছবিতে যে পণ্য দেখানো হয়, চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সেটার বদলে নিম্নমানের পণ্য দেয়া হয়। এছাড়া পণ্য হাতে পাওয়া পর্যন্ত এর গুণগত মান নিয়েও নানা ধরনের অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এমন অনিশ্চয়তার ভেতর ক্রয়বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ। এটাকে ফিকহের পরিভাষায় গারার (الغرر) বলা হয়।

অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে গারার এবং জাহালত-এর বিভিন্ন রূপ হতে পারে। যেমন:

ক. ক্রেতাকে পণ্য যাচাই করে দেখার সুযোগ না দিয়ে বিক্রয় করা;

খ. পণ্য পৌঁছানোর সময় অনির্দিষ্ট রাখা অথবা বিক্রেতার কাছে পৌঁছানোর সামর্থ্য নেই এমন পণ্য বিক্রয় করা;

গ. পরিপূর্ণ বর্ণনা ছাড়া পণ্য বিক্রয় করা। যেমন কোন বিছানার চাদর বিক্রয় করার সময় সেটির আয়তন উল্লেখ না করা;

ঘ. মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে পণ্য বিক্রয় করা। পণ্যের গুণগত মান, উৎপাদনের তারিখ, পরিমাণ, উপকারিতা ইত্যাদি নিয়ে অসত্য তথ্য দেয়া সবই গারার-এর অন্তর্ভুক্ত। অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতারণা ও গারার থেকে বাঁচার জন্য পণ্যের যথাযথ বর্ণনা, পণ্য মজুদ থাকা, পণ্য সরবরাহের তারিখ ও পরিমাণ ইত্যাদি থাকা সাপেক্ষে চুক্তি করতে হবে।

২. অনলাইনে লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদি কারবারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অথচ ইসলামে সুদ হারাম। সুদ প্রধানত দুপ্রকার:

ক. রিবা নাসিয়া: এটা হলো ঋণের বিপরীতে ধার্যকৃত অতিরিক্ত অর্থ। অনলাইন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে সুদের শর্তে কিস্তিতে নেয়ার সুযোগ থাকে। আবার কোন কোন অর্থ বিনিময়কারী সুদি প্রতিষ্ঠান তাদের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করলে ক্যাশব্যাকের অফার দেয়। এসব কিছুই সুদের মধ্যে গণ্য। অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রিবা নাসিয়া থেকে বাঁচতে হলে বিনাসুদের কিস্তি অথবা নগদে পণ্য ক্রয় করতে হবে এবং মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদবিহীন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং সুদি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উপকার গ্রহণ করা যাবে না।

খ. রিবা ফাদল: সমজাতীয় দ্রব্য নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে কমবেশি করা হলে সেটা রিবা ফাদল। মহানবী স. বলেন,

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

সমান পরিমাণ ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রয় করবে না, একটি অপরটি থেকে কম-বেশি করবে না। সমান পরিমাণ ছাড়া তোমরা রূপা বিক্রয় করবে না এবং একটি অপরটি থেকে কমবেশি করবে না। (Al-Bukhārī 2002, 2177)

এজন্য অনলাইন চুক্তিতে পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময় হলে এবং পণ্যদ্বয় সমগোত্রীয় বস্তু হলে পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। একটি পণ্য অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট- এ বিবেচনায় বিনিময়ে কম-বেশি করা নিষিদ্ধ। সুদের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এছাড়া পণের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে হালাল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সুদ থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকার স্বার্থে সুদভিত্তিক ক্রেডিটকার্ড ও অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারস্থ হওয়া উচিত নয়।

৩. ইসলামী শরীয়াতে হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু ও বিষয় নিয়ে যাতে কোন চুক্তি না হয়, সে বিষয়েও লক্ষ রাখা প্রয়োজন। ইসলামী শরীয়াতে এগুলোর কোন

বস্তুগত মূল্য নেই। যেমন বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য, মানবস্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য, শূকরসহ হারাম পন্থায় জবাইকৃত পশুর গোশ্‌ত ইত্যাদি।

৪. ইসলামের মূলনীতি হলো ক্ষতি যেমন করা যাবে না, তেমনি ক্ষতিগ্রস্তও হওয়া যাবে না। তাই অনলাইনে ক্রয়বিক্রয়ে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে খিয়ার (خيار) বা ইচ্ছাধিকার -এর শর্ত রাখা যায়। ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিল করার ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকারই খিয়ার। মহানবী স. বলেছেন,

المُتَبَايِعَانِ كُلّ واحدٍ منهما بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا على صاَحِبِه مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا الا بَيْع الخِيَار.

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যতক্ষণ না বিচ্ছিন্ন হবে, ক্রয়-বিক্রয়ের উপর উভয়ের এখতিয়ার থাকবে। আর খিয়ারের শর্তে বিক্রয় হলে [পরেও এখতিয়ার থাকবে]। (Al-Bukhārī 2002, 2111)

এ হাদীসে প্রথমে মজলিসের খিয়ারের কথা বলা হয়েছে। অনলাইন চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ চুক্তির মতো মজলিস থাকে না। চুক্তি সম্পন্ন হবার সময়টাকেও যদি আমরা মজলিস বলে ধরে নেই, তবু খিয়ারের বিধান রাখার উদ্দেশ্য এতে পূর্ণ হয় না। কারণ ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েই স্থানগত দূরত্বে থাকায় পণ্য নিজে দেখে হস্তগত করা ক্রেতার জন্য অসম্ভব। তাই আমরা মনে করি,অনলাইনে ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে খিয়ারে মজলিসের বদলে খিয়ারে রুইয়াত বা পণ্য দেখার পর ক্রয়ের চুক্তি বহাল রাখা বা না রাখার ইচ্ছাধিকার[৫] এবং খিয়ারে আইব বা পণ্যে খুঁত প্রমাণ হওয়া সাপেক্ষে পণ্যটি রাখা বা না রাখার ব্যাপারে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার[৬] প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উপসংহার

ক্রেতা-বিক্রেতা নির্বিশেষে সবার কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য। কেউ ক্ষতি আর কেউ লাভের সম্মুখীন হবে- এমন লেনদেন শরীয়াত সমর্থন করে না। অনলাইন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ক্রেতা অথবা বিক্রেতা হিসেবে অসংখ্য মানুষ এ ধরনের চুক্তির সাথে জড়িত। তাই এক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধিবিধানের প্রতিফলন ঘটলে তাদের সবার সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

---

[৫]. না দেখে পণ্য ক্রয় করলে পণ্য দেখার পর ক্রেতা চুক্তি বহাল রাখতে পারে, আবার তা বাতিলও করতে পারে এই ইচ্ছাধিকারকে শরীয়ার পরিভাষায় খিয়ারে রূইয়াত বলা হয়। এ ধরনের অধিকার নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাস নয়, বরং ক্রেতা যখনই পণ্য দেখবে তখনই এ এখতেয়ার হাসিল হবে। দ্রঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩, খ. ৪, পৃ. ৫১৬

[৬]. ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত পণ্যের মধ্যে এমন ত্রুটি দেখতে পায়, যার কারণে এর নির্ধারিত মূল্য হ্রাস পায়, তাহলে ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখতে পারে, আবার বাতিলও করে দিতে পারে। ফিকহের পরিভাষায় একে খিয়ারে আইব বলা হয়। এ অবস্থায় খরিদকৃত মাল রাখতে হলে পূর্ণ মূল্য দিয়েই রাখতে হবে। দ্র. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩, খ. ৪, পৃ. ৫৩৪

Bibliography

Al- Qurān al-Karīm

ʻAbd al Bāqī, ʻAbd al Fattāh. 1984. *Najriyyat al- ʻAqdi wa al- Iradat al-Munfarid: Dirasatun Muqaranatun.* Cairo: Dār al-Salam.

Abū al-Khalīl, Majīd Sulaimān. 2009. *Al- ʻAqd al-Iliktrūnī,* Riyadh: Maktabatu al-Rashīd.

Abū Dāūd, Sulaimān ibn Ashʻath Al-Sijistānī. 2009. Damascus: Dār al-Risālah al-ʻArabiyyah.

Abū Mustafā, Sulaimān ʻAbd al-Razzāq. 2005. "Al-Tijārat al-Iliktrūniyyah fī al-Fiqh al-Islāmī". *Master's Thesis, Al-Jāmíah al-Islāmiyyah Gaza*.

Ahmad, Al-Wāsīq ʻAtā al-Mannān Muhammad. 2008. *Al-Itār al-Qānūnī li al- ʻAqd al- Iliktrūnī wa al- Sairafah al-Iliktrūniyyah fī al-Qānūn al- Sūdānī*. Khartūm: Al-Zaitunah li al-Tabāʻah.

Al-ʻAjlūnī, Ahmad Khālid. 2002. *Al-Taʻāqud ʻAn Tarīq al-Internīt: Dirāsah Muqāranah*. Cairo: Dār al-ʻUlūm wa al-Saqāfah li al-Nashri wa al-Tawjih.

Al-ʻAttār, ʻAbd al-Nasīr Tawfīq. 1976. *Ahkām al-ʻUqūd Fī al-Sharīʻat al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Madānī.* Cairo: Maktabat al- Saʻādah.

Al-Bukhārī, Abū ʻAbdullah Ismāʻīl ibn Muhammad. 2002. *Al-Jāmiʻ al-Sahīh.* Damascus, Dār Ibn Kathīr.

Al-Faiyyumī, Ahmad ibn Muhammad. 1987. *Al-Misbāh al-Munīr*. Beirut: Maktabat Lebanān.

Al-Huda, Nūr. 2012. "Al-Tarādī fī al-ʻUqūd al-Iliktrūniyyah", *Master's Thesis, Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou*.

Al-Ispahānī, Al-Rāghib. N.D. *Al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qurān*, Riyadh: Maktabat Najar al-Mustafā.

Al-Jamāl, Samī Hamīd ʻAbd al-ʻAzīz. 2006. *Al-Tʻāqud ʻAbra Taqniyyāt al-Ittisāl Al-Hadīthiyyah: Dirāsah Muqāranah.* Cairo: Dār al-Nahda al-ʻArabiyyah.

Al-Kāsānī, Abū Bakr ʿAla' al-Dīn ibn Masʿūd. 1987. *Badāiʿ al-Sanāiʿ fī Tartīb Al-Sharāiʿ*. Beirut: Dār Yehiyā' al-Turāth al-ʿArābī.

Al-Kashnāwī, Abū Bakr Hasan. N.D. *Ashan al-Madārik.* Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Rāzī, Muhammad ibn Abū Bakr ibn ʿAbd al-Qādir. 1994. *Mukhtār al- Sihāh*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Rūmī, Muhammad Amīn. 2004. *Al-Taʿāqud al-Iliktrūnī ʿAbra al-Internīt.* Alexandria: Dār al-Matbūʿāt al-Jāmiʿiyyah.

Al-Shīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ʿAlī. 1995. *Al-Muhajjab.* Beirul: Dārul Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Sinhūrī, ʿAbd al-Razzāq. 1981. Al-Wasīt fī Sharhi Qānūn al-Madānī. Cairo: Dār al-Nahdah al-ʿArabiyyah.

Al-Zakī, Mahmūd Jamāl al-Dīn. 1978. *Al-Wāzīj fī Najriyyat al-ʿAmmah li al-Iltizāmāt,* Cairo: Matbaʿ al-Jāmiʿah al-Qāhira.

Al-Zuhailī, Wahba. 1985. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damascus: Dār al-Fikr.

Baliawī, Abū al-Fadal ʿAbd al-Hafīz. 2003. Misbāh al-Lughat. Translated by: Habibur Rahman Munīr Nadawī, Dhaka: Thanwī Library.

Beg, Ahmad Ibrahīm. 1934. "Al-ʿUqud Wa al-Shurūt Wa al-Khiyārāt", *Majallat al-Qānūn wa al-Iqtisād* 04: 01, 640-660.

Haidar, Ali. 2003. *Durar al-Hukkām Sharh Majallah al-Ahkām*. Riyadh: Dār ʿAlām al-Kutub.

Hijāzī, ʿAbd al-Fattāh Bayyumī. 2002. *Al-Nizjām al-Qānūnī li Himāyat al-Tijārat al-Iliktrūniyya.* Alexandria: Dār al-Fikr al- Jāmiʿī.

https://www.aliftaa.jo/ArticlePrint.aspx?ArticleId=1401

https://www.youtube.com/watch?v=lQu4Oq-Arl0

https://www.youtube.com/watch?v=pVCsG7HHnm0

Ibn Nujaim, Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm. N.D. Al-Bahr al-Rāi'q Sharh Kanz al-Daqāi'q. Cairo: Dār al-Maʿrifah.

Ibn Taimiyyah, Taqī al-Dīn Ahmad. 2004, *Majmuʿ al-Fatāwā.* Madina Munawwara: Mujammaʿ al-Mālik Fahad li Tabaʿat al-Mashaf al-Sharīf.

Meyer, Marc H. ND. *The Fast Path to Corporate Growth: Leveraging Knowledge and Technologies to New Market Applimcations.* Oxford: Oxford University Press.

Muslim, Imām Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī. 2006. *Al-Musnad al-Sahīh*, Riyadh: Dār Tayyibah.

Nusayr, Yazīd Anīs. 2003. "Al-Tatābuq Baina al-Qubūl wa al-I'jāb fī al-Qānūn al-ʿUrdunī wa al-Muqāran" *Majallah al-Huqūq* 04: 27, 88-100.

Pettit, Raymond. 2008. *Learning From Winners: How the ARF Ogilvy Award Winners Use Market Research to Create Advertising Success*. New York: Taylor and & Francis.

Qaraah, ʿAlī. 1950. *Durūs al-Muʿāmalāt al-Sharʿiyyah.* Egypt: Maktabat al-Futūh.

Sabīh, Nabīl Muhammad Ahmad. 2008. "Himāyat al-Mustahlik fī al-Taʿāmulāt al-Iliktrūniyyah: Dirāsah Muqārana" *Majallah al-Huqūq* 32: 02, 180-200.

Salhab, ʿAbdullah Sādiq. 2008. "Majlis al- ʿAqd al-Iliktrūnī", *Master's Thesis*, Palestine: Al Jāmiʿah al-Najat al-Wataniyyah.

Sharfuddin, Ahmad Saʿīd, 2001. *Dirāsat fī ʿUqūd al-Tijārat al-Iliktrūniyyah Hujjiyat al-Kitābat al-Iliktrūniyyah fī al-Ithbat*. UAE: Markaz al Buhuth wa al Dirasat.

Yahya, Abūl Fatah Muhammad. 2011. *Islami Orthinitir Adhunik Rupayan*, Dhaka: Al Amin Research Academy Bangladesh.